দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 3.12.79 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 1 ...

205

উলশী থেকে কাশাদহ

॥ মাহবুবুল হক ॥

উলশীতে দেখেছিলাম ১৯৭৬ সালের ১লা নবেম্বর। আবার দেখলাম '৭৯ সালের ১লা ডিসেম্বর, শনিবার। মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার কাশাদহে। কাশাদহ—ইছামতি খাল পুনর্খননের জন্যে স্বেচ্ছাশ্রমে দিতে এসেছেন হাজার হাজার নারী-পুরুষ। স্বেচ্ছাশ্রমে দেশগড়ার কাজের শুরু হয়েছিল উলশীতে। জাতীয় ভিত্তিতে এর ব্যাপক উদ্বোধন হলো কাশাদহে।

১লা ডিসেম্বরের শীতের সকাল। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছে। প্রচুর সূর্য ওঠেনি। সকালেও আকাশ মেঘলা। জোরে বইছে হিমেল হাওয়া। ঢাকা থেকে ৫৪ মাইল পশ্চিমে আরিচা ঘাটের পাশেই কাশাদহ। নয়ারহাট ব্রীজ পার হতেই দেখলাম ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন গ্রামবাসী লোকজন। যতই এগুচ্ছি, চোখে পড়ছে একই দৃশ্য। কোথাও দেখলাম এরা ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে ট্রাকে উঠছেন। গন্তব্য এদের

(শেষ পৃঃ ৩–এর কঃ দ্রঃ)

উলশী থেকে কাশাদহ

(১ম পৃঃ পর)

কাশাদহ। সেখানে দেশব্যাপী খাল-খননের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রেসিডেন্ট জিয়া।

প্রেসিডেন্টের মোটর-বহরের পেছনে আমরা। ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে কোথাও অপেক্ষমান, কোথাও চলমান জনতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে প্রেসিডেন্টের গাড়ি। 'এবারের সংগ্রাম—কোদালের সংগ্রাম' শ্লোগান দিয়ে তাঁরা অভিনন্দন জানাচ্ছেন প্রেসিডেন্টকে। মানিকগঞ্জের অদূরে মেঘশিমুল গ্রামের কাছে অপেক্ষাকৃত বড় একটি সমাবেশের সামনে কিছুক্ষণের জন্যে প্রেসিডেন্ট গাড়ি থেকে নামলেন। ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে অপেক্ষমান জনতা তাঁকে জানালেন—যানবাহনের অভাবে তারা কাশাদহ যেতে পারছেন না। মানিকগঞ্জ বাস স্টপেও এমনি ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কয়েক হাজার লোক। তারাও একই সমস্যার কথা বলছেন প্রেসিডেন্টকে।

কাশাদহে পৌঁছিলাম সাড়ে দশটার দিকে। তখন হালকা মেজাজে সূর্য উঠেছে। প্রেসিডেন্ট এখানে আসার বহু আগেই লোকে-লোকারণ্য হয়ে গেছে আরিচাঘাট, কাশাদহ গ্রাম। পার্শ্ববর্তী এলাকা শুধু নয়, যমুনার তীরের গ্রামে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে এসেছেন ঢাকা, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ থেকে লোক। কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা, মহিলা সংগঠন, বিএনপি কর্মী, সরকারী কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য—প্রায় বিশ হাজার লোকের উপস্থিতির গুঞ্জরণ শ্লোগানের উচ্চকিত ধ্বনি, মাইকের আওয়াজ, ব্যান্ডপার্টির বাজনায় মুখর হয়ে উঠেছে নিভৃত পল্লী কাশাদহ। স্বেচ্ছাশ্রমে কাশাদহ—ইছামতি খাল পুনর্খননের আহ্বানে সাড়াদানকারী উদ্বেল জনতার পদভারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সারা গ্রাম। এই একই কর্মোন্মাদনার উদ্বেল প্রকাশ আমি দেখেছিলাম উলশীতে। ১৯৭৬ সালের ১লা নবেম্বর। সেদিনও তদানীন্তন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়া উদ্বোধন করেছিলেন স্বেচ্ছাশ্রমে উলশী খাল খননের কাজ।

আগের রাতের বৃষ্টির পর অসংখ্য মানুষ হেঁটেছে, হাজামজা কাশাদহ খালের পাড় ধরে। কাদায় থকথক করছে চারদিক। সেই থকথকে কাদার মধ্যে একটি বাঁশঝাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়া।

এরপর শুরু হলো খাল খননের কাজ। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আহবানে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে শুরু হলো বিপ্লবের প্রথম ধাপ। সহস্র হাতের উত্থিত কোদালের ঘা পড়লো মাটিতে। প্রেসিডেন্ট জিয়া সাদা শার্ট শুধু গেঞ্জি পরেই মাটি কেটে চললেন জনতার সঙ্গে। অসংখ্য সংগঠন ও গ্রুপ ছাড়াও মানিকগঞ্জ মহকুমার ৬৩টি ইউনিয়ন খালকাটার কাজে অংশ নিয়েছে। এদের প্রত্যেকের ভাগ করে দেয়া হয়েছে এলাকা। ৬৩টি ইউনিয়নসহ প্রত্যেকটি সংগঠন ও গ্রুপকে দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট প্রস্থ ২৫ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট মাটি কাটতে হবে। সারা শরীরে কাদা মেখে প্রেসিডেন্ট প্রত্যেকটি দলের সাথে কিছুক্ষণ করে মাটি কেটে উৎসাহ দেন। মন্ত্রী আবদুল আলীম, হাবীবুল্লাহ খান, ডঃ এম এ মতিন, ক্যাপ্টেন (অবঃ) আবদুল হালিম চৌধুরী, ডঃ আমিনা রহমান, বিএনপি'র সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী, প্রতিমন্ত্রী নূর মোহাম্মদ খান, কামরুল হক প্রমুখও স্বেচ্ছাশ্রমের এই ব্যাপক কাজে অংশ নেন।

নারী-পুরুষের এই সম্মিলিত কর্মযজ্ঞে সব চাইতে বেশী সংখ্যক মহিলা এসেছেন মানিকগঞ্জ মহকুমার বেতিলা ইউনিয়ন থেকে। প্রায় ২০ মাইল দূরের এই ইউনিয়ন থেকে এসেছেন একশ পনেরোজন মহিলা শ্রমিক। দিনমজুরী এদের জীবিকার একমাত্র উপায়। কথা প্রসঙ্গে এরা আমাকে বললেন—স্বেচ্ছাশ্রম কি তা আমরা বুঝি না। আমরা মাটি কাটতে পারি। মাটি কাটব। এরপর আমাদের কিছু দেওয়া না দেওয়া সরকারের। প্রেসিডেন্ট জিয়া অবশ্য খাল খননের কাজে অংশগ্রহণকারী দিনমজুরদের কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী থেকে সাহায্য করার কথা তাঁর বেতার ভাষণেই উল্লেখ করেছিলেন। স্বনির্ভর নবগ্রামের দলটি আমাকে বললো—যেহেতু স্বেচ্ছাশ্রমের কাজ তাই দিনমজুরদের তারা আনেননি। দিনমজুরী যাদের পেশা নয়, মোটামুটি যারা সচ্ছল তারাই এসেছেন স্বেচ্ছাশ্রম দিতে।

দুপুরের পর প্রেসিডেন্ট খাল-এলাকা থেকে ফিরে এলেন যমুনার তীরে। এখানে পরীক্ষামূলকভাবে একটি সেচ পাম্প চালিয়ে তিনি বললেন—বিপ্লবের প্রথম ধাপের শুরু হলো কাশাদহ থেকে।